নির্বাচিত সংস্কৃত মহাপুরাণে উপলব্ধ তীর্থসমূহের আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উপাদানের অনুসন্ধান

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের অধীনে

পিএইচ.ডি. উপাধি প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত গবেষণা-সন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

(Abstract)

গবেষক : শুভজ্যোতি দাস

নিবন্ধন ক্রম : **A00SA0100418**

তত্ত্বাবধায়ক

ড. দেবদাস মণ্ডল

সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা

২০২৪

Nirvācita Saṃskṛta Mahāpurāṇe Upalabdha Tīrthasamūhera Ārtha-sāmājika evaṃ Sāṃskṛtika Upādānera Anusandhāna

Synopsis submitted to the Department of Sanskrit of Jadavpur University for the award of Doctor of Philosophy

DOCTOR OF PHILOSOPHY

In

SANSKRIT

By

Shubhajyoti Das

Registration No.: **A00SA0100418**

Under the Supervision of

Dr. Debdas Mandal

Assistant Professor, Department of Sanskrit, Jadavpur University

Department of Sanskrit

Jadavpur University

Kolkata

2024

Abstract

নির্বাচিত সংস্কৃত মহাপুরাণে উপলব্ধ তীর্থসমূহের আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উপাদানের অনুসন্ধান

শুভজ্যোতি দাস

পুরাণ ভারতীয় সংস্কৃতির এক অমূল্য উপাদান। পুরাণসাহিত্যে সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে আরম্ভ করে নিখিল সংসারের উপসংহৃতি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। পুরাণ শব্দটির অর্থ পূর্বতন। তদনুসারে পুরাণ বলতে প্রাচীন আখ্যায়িকাদি-সম্বলিত গ্রন্থ বিশেষকে বোঝায়। সংক্ষেপে পুরাণ বলতে বেদোত্তর যুগের ইতিহাস, আখ্যায়িকা, উপকথা ও ধর্মমূলক এক শ্রেণীর বিশিষ্ট গ্রন্থকে বোঝায়। পুরাণসাহিত্যে আলোচিত বিষয়গুলির অন্যতম হল তীর্থমাহাত্ম্য বা স্থানমাহাত্ম্য।

ভারতীয় তীর্থস্থানগুলি গড়ে ওঠবার পেছনে যে কারণটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হল বিশ্বাস। এই বিশ্বাস যে কোনো নবীন ও প্রবীণ মানুষকে সড়কপথ বা রেলপথ দিয়ে কোনো পবিত্র নদী, কোনো বৈদিক দেবদেবী বা লৌকিক দেবদেবী, কোনো সাধুসন্তের বা শহীদের সমাধি দর্শনযাত্রায় উদ্বুদ্ধ করে। শুধু তাই নয় লক্ষণীয় বিষয় হল সমগ্র ভারতীয় ধর্মীয় বিশ্বাসে জলের মধ্যে পবিত্রতার সেই ক্ষমতা রয়েছে। যার থেকে শারীরিক মলিনতা ও মানসিক অশুচিতা ধৌত করবার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ধর্মীয়স্থানে সংস্কারের মাধ্যমে।

তীর্থযাত্রা, তীর্থক্ষেত্র, তীর্থস্থান এই শব্দগুলি যেমন বহুল ব্যবহৃত। ঠিক তেমনি পুরাণসহিত্যে তীর্থমাহাত্ম্য বা স্থানমাহাত্ম্য শব্দটি বহুল চর্চিত। আপাত দৃষ্টিতে শব্দটি শুনলেই মনে হয় কোনও কিছুর প্রশস্তিমূলক বিবরণ। কিন্তু মাহাত্ম্য শব্দটির তাৎপর্য দেশ, কাল, পাত্র বিশেষে গভীর। সাধারণভাবে পুরোহিতরা এই মাহাত্ম্যমূলক রচনাগুলিকে নিজেদের handbook হিসেবে ব্যবহার করতেন।

যেকোনো তীর্থ পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে বিকশিত হয়ে থাকে। সেইসকল পরিবেশ ও পরিস্থিতির অন্যতম হল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। পুরাণসমূহে যে সকল তীর্থের উল্লেখ রয়েছে, তার অধিকাংশই এমন পরিবেশে গড়ে উঠেছে, যেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি রয়েছে পুরাতাত্ত্বিক কাহিনি। যা ভ্রমণপিপাসু পর্যটকদের প্রধান আকর্ষণের কেন্দ্র ও কৌতূহলোদ্দীপক হয়ে থাকে। প্রাথমিক স্তরে তীর্থস্থানগুলি পুণ্যার্জন ও স্নানাদি কর্মের ক্ষেত্র

বলে বিবেচিত হলেও, পরবর্তীকালে তীর্থস্থানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আর্থ-সামাজিক দিক। তীর্থে রাত্রিবাস, নানাবিধ উপচারাদির দ্বারা পূজার্চনা, বিবিধ ব্রত-উপবাসাদি কর্ম, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া এরূপ নানা ধর্মীয় আচারাদি লক্ষ করা যায়। ধর্মীয় দিকের পাশাপাশি তীর্থের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সেই স্থানের অর্থনৈতিক দিকটি। তীর্থস্থানে বিভিন্ন ধরণের পূজা সামগ্রী, দেবমূর্তি, ধর্মীয় পুস্তক ইত্যাদি বিক্রয় সেই স্থানের অর্থনৈতিক দিককে নির্দেশ করে। যা তীর্থস্থানে বসবাসকারী বহুমানুষের রুজি-রোজগারের একমাত্র উপায়। তীর্থের সঙ্গে শুধু আর্থ-সামাজিক দিক নয়, এর সঙ্গে জড়িত রাজনৈতিক দিকও। পুরীধাম-স্থিত জগন্নাথ মন্দির, কাশী-স্থিত বিশ্বনাথ মন্দির প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা রাজনৈতিক ইতিহাস বহন করে। বর্তমানে সদ্য প্রতিষ্ঠিত অযোধ্যার রামমন্দির এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ঠিক সেভাবেই তীর্থের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস। যে বিশ্বাস মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দৃঢ় ভাবে মোকাবিলা করবার সাহস জোগায়। ফলে তীর্থক্ষেত্রগুলি জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের মধ্যে অনায়াসে যে সুসংগত বন্ধনের সৃষ্টি করে, তা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান করতে পারে না।